দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 13 SEP 1986
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

152

উপজেলা পরিক্রমা

রূপগঞ্জ

।। এ, কে, এম, ফজলুল হক ।।

রাজধানী ঢাকার নিকটবর্তী রূপগঞ্জ থানা ১৯৮৩ সালে উপজেলায় উন্নীত হয়।

এককালে রূপগঞ্জের প্রাণ কেন্দ্র ও শিল্প এলাকা মুড়াপাড়ায় বহু জমিদার বসবাস করত। এদের মধ্যে "রূপবাবু" নামে একজন জমিদার ছিলেন। তার আধিপত্য ছিল কয়েকটি উপজেলায়। ৯০ বর্গমাইল বিশিষ্ট এ উপজেলা শীতলক্ষ্মা নদীর তীরে মুড়াপাড়া শিল্প এলাকায় অবস্থিত। উপজেলায় লোকসংখ্যা মোট ২ লাখ ৯৩ হাজার ২শ' ৪৪ জন। এর মধ্যে পুরুষ ২৮.৫৬ জন ও মহিলা ১৪.৬২ জন। শিক্ষার হার ২২.০৩০ জন। এ উপজেলায় ১২টি ইউনিয়ন রয়েছে। বর্তমানে এ উপজেলা নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। সমস্যার মধ্যে কৃষি, শিক্ষা, যোগাযোগ, টেলিফোন, হাট-বাজার, চিকিৎসালয়, বিদ্যুৎ ও আবাসিক সমস্যা প্রধান।

কৃষি

এ উপজেলায় মোট আবাদী জমির পরিমাণ ৪৯ হাজার ৩শ' ৫০ একর। এর মধ্যে একফসলী ২২ হাজার ৩শ' ৬০ একর। উপজেলায় শতকরা ৭৫ জন কৃষক। এরা কৃষির উপর নির্ভরশীল। কৃষি পণ্যের মধ্যে উচ্চ ফলনশীল ধান, পাট, গম, সরিষা ও আখ।

শিক্ষা

এখানে ১টি কলেজ, ৩১টি হাইস্কুল (বালক), ১টি বালিকা হাইস্কুল এবং ১০৪টি প্রাইমারী স্কুল রয়েছে। এছাড়া ৩টি সিনিয়র মাদ্রাসা, ৩০টি এবতেদায়ী মাদ্রাসা ও ৬টি এতিমখানা রয়েছে। উপজেলায় প্রাইমারী ও এবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলো নানা সমস্যায় জর্জরিত।

যোগাযোগ

রাজধানী ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের সাথে যোগাযোগের ব্যবস্থা নৌ ও সড়ক পথে। ঢাকা-নরসিংদী রোডের ভুলতা বাস ষ্ট্যাণ্ড হতে উপজেলা সদর রাস্তাটি বিভিন্ন জায়গায় গর্ত। বিশেষ করে মুড়াপাড়া বাজার থেকে উপজেলা পরিষদ পর্যন্ত চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে।

টেলিফোন

এ উপজেলায় টেলিফোন এক্সচেঞ্জে ত্রুটি-বিচ্যুতি লেগেই থাকে। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও এর কোন উন্নতি না হওয়ায় জনগণকে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। রূপগঞ্জ টেলিফোন এক্সচেঞ্জের নিজস্ব কোন ভবন বা জায়গা নেই।

হাট-বাজার

এ উপজেলায় সাপ্তাহিক ও প্রতিদিনের হাট-বাজারের সংখ্যা ৩২টি। অধিকাংশ হাট-বাজারে পানি নিষ্কাশনের কোন ব্যবস্থা না থাকায় বৃষ্টির পানি জমে কাদার সৃষ্টি হয়। নিয়মিতভাবে ময়লা পরিষ্কার না করায় বৃষ্টির পানি জমে পচে দুর্গন্ধ হয়।

চিকিৎসা

এ উপজেলায় ২টি দাতব্য চিকিৎসালয় ও ১টি আধুনিক হাসপাতাল রয়েছে। আধুনিক হাসপাতালে এ্যাম্বুলেন্স না থাকায় জরুরী রোগীদেরকে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে স্থানান্তরিত করা যায় না। এ ছাড়া চিকিৎসালয়ে প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহ খুব কম। অধিকাংশ ক্ষেত্রে চিকিৎসকদের ব্যবস্থাপত্র নিয়ে বাইরে থেকে ওষুধ কিনতে হয়।

বিদ্যুৎ

এ উপজেলায় অসংখ্য মিলকারখানা রয়েছে। অধিকাংশ ইউনিয়নে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা আছে। অনিয়মিত ও লোড শেডিং হওয়ার ফলে এলাকাবাসী অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে।